যায়যায়দিন
তারিখ: 05 JUN 2007
পৃষ্ঠা: ৭

আবুল কাসেম হায়দার

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর ভ্যাট শিক্ষা ব্যয় বাড়াবে

গত ৭ জুন অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. এ বি মির্জা মোঃ আজিজুল ইসলাম ২০০৭-০৮ সালের জন্য ৮৭ হাজার ১৩৭ কোটি টাকার বাজেট বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে ঘোষণা করেন। এতে মোট রাজস্ব আয় ধরা হয়েছে ৫৭ হাজার ৩০১ কোটি টাকা। সামগ্রিক ঘাটতি ২৯ হাজার ৮৩৬ কোটি টাকা। যা জিডিপির ৫.৬ শতাংশ। ব্যাংক থেকে ৭,২৫৩ কোটি টাকা ঋণের মাধ্যমে বাজেট সঙ্কুলানের কথাও বলা হয়েছে।

চলতি বাজেটে রাজস্ব ৫৭ হাজার ৩০১ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অনেকে উচ্চাভিলাষী বলেছেন, কেননা সংশোধিত বিগত বছরের বাজেটে সে লক্ষ্য ছিল ৪৯ হাজার ৪৭২ কোটি টাকা। রাজস্ব বৃদ্ধির হার ১৫.৮২ শতাংশ। যেখানে মাথাপিছু বার্ষিক আয় বৃদ্ধির হার গড়ে ৪ শতাংশ সেখানে রাজস্ব বৃদ্ধির এই হার অর্জন সম্ভব হলে তা ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ সঞ্চালনকে খর্ব করবে। ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ কম হওয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সঙ্কুচিত হবে। যদিও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা বাজেটের অন্যতম লক্ষ্য।

এবার উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ ২৬,৫০০ কোটি টাকা এবং রাজস্ব বাজেট ধরা হয়েছে ৫২,৯০০ কোটি টাকা। রাজস্ব বাজেটের অর্থ মূলত খরচ হয় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে। রাজস্ব বাজেট সাধারণত উন্নয়ন বাজেটের চেয়ে কম হয়। আগে রাজস্ব বাজেট উন্নয়ন বাজেটের চেয়ে কম ছিল। কিন্তু বর্তমানে রাজস্ব বাজেট উন্নয়ন বাজেটের প্রায় দ্বিগুণ। উন্নয়ন বাজেটের বরাদ্দের ২৬,৫০০ কোটি টাকার মধ্যে ৫১ শতাংশের অর্থ যোগান দেয়া হচ্ছে রাজস্ব উদ্বৃত্ত ও অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহের মাধ্যমে। অবশিষ্ট ৪৯ শতাংশের সংস্থান হবে বৈদেশিক ঋণ ও অনুদানের মাধ্যমে।

এবারের বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১২,৩৬৯ কোটি টাকা যা জাতীয় বাজেটের ১৩.৮ শতাংশ। যদিও এ খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তথাপি শিক্ষা খাতে জাতির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে গেলে এ বরাদ্দ মোটেই যথেষ্ট নয়। এ খাতের সার্বিক উন্নয়ন ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নতি আশা করা খুব কঠিন কাজ। এজন্য এ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বিশেষ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, এমপিও ভুক্তির জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।

একদিকে সরকার শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। অন্যদিকে বাজেটে সব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টিউশন ফির ওপর ৪.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট বসানো হয়েছে। এটি একটি উদ্ভট চিন্তা। শিক্ষার সম্প্রসারণের স্বার্থে এটি কখনোই কাম্য নয়। এতে শিক্ষার্থীদের তথা অভিভাবকদের ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। ভ্যাট না দেয়ার দুর্নীতিও শিক্ষা খাতে প্রবেশ করতে পারে। তাই এ উদ্ভট প্রস্তাব জাতির বৃহত্তর স্বার্থে অবিলম্বে প্রত্যাহার করা উচিত।

প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির আয়ের ওপর বার্ষিক ৪০ শতাংশ হারে ট্যাক্স আরোপ করা আছে। অথচ বেশির ভাগ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের নামে পরিচালিত হচ্ছে। আবার এসব ইউনিভার্সিটি স্থাপনের পাচ বছরের মধ্যে লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরিসহ নিজস্ব ক্যাম্পাস স্থাপনের নির্দেশ অনুমোদনপত্রে রয়েছে। কিন্তু জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির আয়ের ওপর বার্ষিক ৪০ শতাংশ হারে ট্যাক্স আরোপ করেছে। এর ফলে এসব ইউনিভার্সিটির উন্নয়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বিনিয়োগের একটি নতুন খাত। এজন্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা দরকার। প্রায় লক্ষাধিক শিক্ষার্থী এসব ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করছে। ইউনিভার্সিটিগুলো স্থাপিত না হলে এসব শিক্ষার্থীর অধিকাংশই বিদেশে পড়াশোনা করতো। যদি যুক্তির খাতিরেও আমরা ধরি এক লাখের মধ্যে ৫০ হাজার শিক্ষার্থীও বিদেশে পড়তো তবে প্রতিজনের টিউশন ফি ও আবাসন খরচ বাবদ পার্শ্ববর্তী দেশ ইনডিয়ায় হলেও মাসে খরচ পড়তো ৫০ হাজার টাকা। তবে ৫০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য মাসে মোট খরচ হতো (৫০,০০০X৫০,০০০) = ২৫০ কোটি টাকা এবং বছরে (২৫০X১২) = ৩,০০০ কোটি টাকা। অথচ এখন এ পরিমাণ টাকা সাশ্রয় হচ্ছে।

অন্যদিকে আমেরিকা, লন্ডন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে পড়াশোনা করতে প্রতিমাসে ন্যূনতম খরচ দুই লাখ টাকা। এসব দেশে এখনো অনেক শিক্ষার্থী পড়ছে। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্থাপিত না হলেও পড়তো। যে খাতের মাধ্যমে বছরে ন্যূনতম ৩,০০০ কোটি টাকা সাশ্রয় করা যায় সে খাতকে সরকার কেন উৎসাহিত করবে না?

> একদিকে সরকার শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব … অন্যদিকে বাজেটে সব বেসরকারি শিক্ষা … টিউশন ফির ওপর ৪.৫ শতাংশ হারে ভ্যা… হয়েছে। এটি একটি উদ্ভট চিন্তা। শিক্ষার স… স্বার্থে এটি কখনোই কাম্য নয়। এতে শিক্ষার্থী… অভিভাবকদের ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। ভ্যাট না দেয়া… শিক্ষা খাতে প্রবেশ করতে পারে। তাই এ উ… জাতির বৃহত্তর স্বার্থে অবিলম্বে প্রত্যাহার করা উ…

এ দেশে ১৯৮৩-৮৪ সালে যখন তৈরি পোশাক শিল্প যাত্রা শুরু করে তখন এ খাত ছিল শিশুতুল্য। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এ খাত থেকে বর্তমানে মোট রফতানি আয়ের ৭৬ শতাংশ অর্জিত হচ্ছে। বন্ডেড ওয়্যার হাউস লাইসেন্স, ক্যাশ ইনসেনটিভ, ব্যাক টু ব্যাক এল.সি, ট্যাক্স হলিডে, জিএসপি, কম সুদে ব্যাংক ঋণ প্রভৃতি সুবিধার কারণে তৈরি পোশাক শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

অনুরূপভাবে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পেলে তথা ভ্যাট প্রত্যাহার বা কমানো, ১৫ বছরের জন্য ট্যাক্স হলিডে প্রদান, পাচ শতাংশ হারে ব্যাংক সুদের ব্যবস্থা করা এবং বিদেশি শিক্ষক নিয়োগের নিয়ম শিথিল করা প্রভৃতি সুবিধা প্রদান করলে এ খাত থেকেও তৈরি পোশাক শিল্প ও চিংড়ির মতো বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। পাশাপাশি বহু বিদেশি শিক্ষার্থীও এ দেশে পড়তে আসবে।

এ দেশে বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্প একটি বিশেষ অবস্থানে এসে উপস্থিত হয়েছে। ব্যাকওয়ার্ড ও ফরোয়ার্ড …

খাতের সংস্কার অব্যাহত… এসব খাতের যন্ত্রাংশ,… কাচামালের ওপর আগে… শুল্ক হার বজায় রাখ… খাতের ওপর কোনো… আরোপ করা হলে পা… কোনো দেশের সঙ্গে … টিকে থাকা সম্ভব হবে ন… পোশাক শিল্পের ধারা অ… হলে এ খাতের ওপর স… আরোপ করা থেকে … উচিত।

বিগত দুই সরকারের … সহযোগিতার ফলে ব… প্রযুক্তি খাত এ দেশে … হয়েছে। তবে আজো … রফতানি আশানুরূপ ন… সফটওয়্যার রফতানি … বৈদেশিক মুদ্রা আয় ক… পরিকল্পনা ও বাস্তবায়… কারণে আমরা এ খাতে … প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জ… বিগত বাজেটে প্রদত্ত সু… রাখা উচিত। তা না হ… মতো স্বল্প আয়ের দে… কমপিউটার কিনতে ও … পারবে না।

অর্থ ও পরিকল্পনা উ… বাজেট বক্তৃতায় বিভি… সংস্থার কাছ থেকে বা… মন্তব্য, সমালোচনা ও প… করেছেন। তাই প্রবন্ধের… করে উল্লিখিত বিষয়ে… পরামর্শ দিয়ে লেখা শেষ…

১. প্রাইভেট ইউনিভার্সি… ১৯৯২ ও সংশোধিত … অনুযায়ী এ দেশের… ইউনিভার্সিটি অনুমোদন… খাতে উন্নয়নের ধারা অব… হলে এবং একে বৈ… সঞ্চয়কারী খাত হিসে… করার জন্য ইউনিভার্সিটিগুলোকে ট্যাক্স হলিডে প্রদান করা …

…কিংবা প্রশাসনের কর্মকর্তা… কোনো মন্তব্য করেননি।

…ত্যাগের ঘোষণায় গ…

২৪ জুন
২৬ জুন
২৭ জুন

…আলোচনাকে… : লারিজ…

বর্ণনা করেছেন সোলানা। সো… তিন সপ্তাহের মধ্যে ফের সা… দুটি বিষয়ে পরিকল্পনা নেয়া হ… গত ডিসেম্বরের পর থে… সমৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি বন্ধ… জাতিসংঘ তেহরানের ও… নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। শুক্রবার জাতিসংঘের পরমাণ… সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমি… এজেন্সির (আইএইএ) জানায়, সন্দেহভাজন পরমাণু কর্মসূচি… আগামী দুই মাসের মধ্যে … জবাব দিতে সম্মত হয়েছে… দেশটির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক… চাপের কারণে পরমাণু কর্মসূ… বিবেচনা করতে প্রস্তুত তেহরা…

…ইসুতে বি… …ড়ানো নি…

স্পিকারের এ সিদ্ধান্তের প্রতি… সংসদ বর্জন করে বিরোধী দল… এমপি খাজা আসিফ বলেন, … অনেক অবৈধ ও অসাংবিধানি… আসছে। কিন্তু এর আ… অভিযোগ নির্বাচন কমিশ…